পঞ্চদশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জগাই-মাধাইর নির্বন্ধ সহকারে সাধন ও নির্বেদ, বিশ্বম্ভর কর্তৃক জগাই-মাধাইকে আশ্বাস প্রদান, নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করায় মাধাইর আত্মগ্লানি এবং নিত্যানন্দের চরণে ক্রন্দন ও স্তব, নিত্যানন্দের মাধাইকে আশ্বাস ও কৃপালিঙ্গন, নিত্যানন্দ সমীপে মাধাইর স্ব-কৃত জীবহিংসা-পাপবিমোচন-সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা এবং শ্রীল নিত্যানন্দের উপদেশ, মাধাইর তপস্যা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর কৃপায় জগাই-মাধাই প্রত্যহ ঊষঃকালে গঙ্গা-স্নানান্তর দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা নিজকৃত পূর্ব পাপের কথা স্মরণ করিয়া অনুতাপ ও গৌরনাম লইয়া ক্রন্দন করিতেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে নিরন্তর কৃপা ও আশ্বাস-বাক্য প্রদান করিলেও তাঁহারা চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করার অপরাধ স্মরণ করিয়া নিরন্তর আত্মঘাত ও অনুতাপ-ক্রন্দনাদি করিতেন। একদিন মাধাই নির্জনে দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক নিত্যানন্দের চরণযুগল ধরিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিবিধ সারগর্ভ-বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে করিতে স্ব-কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মাধাইর কাতর-প্রার্থনায় নিত্যানন্দ মাধাইকে সান্ত্বনা প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন।

মাধাই পুনর্বার নিত্যানন্দ-সমীপে নিজকৃত বহু জীবহিংসারূপ অপরাধের হস্ত হইতে নির্মুক্তির উপায় জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে গঙ্গাঘাট-নির্মাণ ও গঙ্গা-স্নানার্থ সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দের আদেশানুযায়ী মাধাই প্রত্যহ সজলনয়নে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, তথায় সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও তাঁহাদের নিকট স্ব-কৃত অপরাধ-জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকল লোক বিস্মিত হইলেন। যে-সকল ব্যক্তি পূর্বে না বুঝিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা-পরিহাসাদি করিত, জগাই-মাধাইর সুবুদ্ধি দর্শনে তাহারাও মহাপ্রভুর অপার দয়া ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। কঠোর তপঃপ্রভাবে মাধাইর 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি লাভ হইল। মাধাইর গঙ্গাঘাট-নির্মাণের নিদর্শনস্বরূপ অদ্যাপি 'মাধাইর ঘাট' নাম শুনিতে পাওয়া যায়। (গৌঃ ভাঃ)

মায়ুর রাগ—

দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি।
শিব, শুক, নারদ, ধেয়ানে না পাওয়ত,
সো-পঁহু অকিঞ্চন-সঙ্গে দিনরাতি।।ধ্রু।।১।।

সমুদ্রে রশ্মিপতিত চন্দ্রেরদর্শনে মীনের অযোগ্যতার ন্যায় ভব-সমুদ্রে পতিত জীবের গৌরলীলা-দর্শনে অসামর্থ্য—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য-লীলা করয়ে সদায়।।২।।

এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধুমাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে।।৩।।

জগাই-মাধাইর নির্বেদ ও নির্বন্ধ সহকারে ভজন এবং গৌরসুন্দরের সান্ত্বনা—

জগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কৃপায়।
পরম ধার্মিকরূপে বসে নদীয়ায়।।৪।।
ঊষাঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে।।৫।।

আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি' করয়ে ক্রন্দন।।৬।।
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের দয়িত দেখে সকল সংসার।।৭।।
পূর্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্ছিত হইয়া।।৮।।
"গৌরচন্দ্র, আরে বাপ পতিতপাবন।"
সঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।।৯।।
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি' চৈতন্যকৃপা দুই জনে কান্দে।।১০।।
সর্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ, আশ্বাস করয়ে নিরন্তর।।১১।।
আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়।।১২।।

নিত্যানন্দ-লঙ্ঘনহেতু মাধাইর নির্বেদ ও কাকুতি—
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া।।১৩।।
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তাথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ।।১৪।।
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।"
ইহা বলি' নিরন্তর করে আত্মঘাত।।১৫।।
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিলুঁ প্রহার।।"১৬।।
মূর্ছাগত হয় ইহা সঙরি' মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই।।১৭।।

পরমানন্দময় নিত্যানন্দের নিরহঙ্কারে সর্ব নদীয়ায় ভ্রমণ—
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে।।১৮।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য সকলে দর্শন কর। শিব, শুক, নারদ প্রভৃতি যাঁহাকে ধ্যানে লাভ করেন না, সেই প্রভু সর্বক্ষণ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরহিত জনগণকে সঙ্গ প্রদান করিয়া দয়া করেন।

'অকিঞ্চন' শব্দে----যাঁহার কোন সম্বলই নাই।।১।।

সমুদ্রে চন্দ্রের উৎপত্তির কথা প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সমুদ্রের অধিবাসী মৎস্যগণ যেরূপ চন্দ্রের সমুদ্রাবস্থানের কথা জানে না, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ মানবগণও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-লীলা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। (অন্যার্থ;----) মীনের অবস্থানক্ষেত্র----সমুদ্র। সেখান হইতে চন্দ্র দর্শন করিতে গিয়া সমুদ্রে পতিত চন্দ্রের রশ্মি-দর্শনে মীনের যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপ অবগতির ব্যাঘাত হয়, তদ্রূপ সংসার-সমুদ্রে ভাসমান মর্ত্যজীবকুল শ্রীচৈতন্যদেবের ছায়াশক্তির আবরণে আবৃত-নেত্রে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।।৩।।

কথিত আছে, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। জগাই-মাধাইও প্রত্যহ দুই লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন না তাঁহাদের নিবেদিত কোন বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব গ্রহণ করেন না। শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ প্রত্যহ অত্যল্পপক্ষে লক্ষ নাম গ্রহণ অবশ্যই করিয়া থাকেন; নতুবা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নৈবেদ্য গ্রহণ না করায় ভগবদুচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তির বিচারে ব্যাঘাত ঘটে।।৫।।

বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ----অখিল দ্বাদশ রসেরই আশ্রয়। যাহারা বিষয়-সমূহকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে দর্শন করিতে অসমর্থ, সেইসকল ব্যক্তি----আসক্ত। তাহাদিগের নিকট পরমোদার কৃষ্ণের রসময়ত্বের অনুভূতি নাই। শ্রীজগাই-মাধাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া প্রাপঞ্চিক বস্তুমাত্রেরই সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের সংসারে প্রতিকূল-বোধ নাই। কৃষ্ণসম্বন্ধদর্শনাভাবে প্রাপঞ্চিক-বস্তুতে ভোগ-বুদ্ধির উদয় হয়। রসরহিতাবস্থা----নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-বিচারপর মাত্র। কৃষ্ণরসের উদ্দীপনায় প্রপঞ্চের ব্যাপার-সমূহ ভগবদ্ভাব-সংযুক্ত হয়। সেইকালে প্রাপঞ্চিক-বস্তুর ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিচাররহিত

সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি সর্ব নগরে বেড়ায়।।১৯।।

মাধাইর নিত্যানন্দচরণে নিষ্কপট
শরণাপত্তি এবং স্তব—

একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া।।২০।।
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি' করে প্রভুর স্তবন।।২১।।
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন।।২২।।
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্বতী-শঙ্কর।।২৩।।
তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর দান।
তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন।২৪।।
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই' কুতূহলী।।২৫।।
তুমি সে অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্বধর্মশ্রেষ্ঠ 'ভক্তি' তুমি সে বুঝাও।।২৬।।
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ্।।২৭।।
তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম।
তোমা সেবি' জনক পাইল দিব্যজ্ঞান।।২৮।।
সর্বধর্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে 'আদিদেব' নাম।।২৯।।
তুমি সে জগতপিতা, মহা-যোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা ধনুর্ধর।।৩০।।
তুমি সে পাষণ্ডক্ষয়, রসিক, আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব-কার্য।।৩১।।
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চাহে তোমা' পদছায়া।।৩২।।
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্বশক্তি।।৩৩।।
তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন।।৩৪।।
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার।।৩৫।।
তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব-পাষণ্ডীর প্রাণ।।৩৬।।
তুমি সে করহ সর্ব-বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম করাহ যে শিক্ষা।।৩৭।।

হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তাৎপর্যজ্ঞানে ইহাতে পূজ্য-বুদ্ধির উদয় হয়। তাহাতে ভোগ্য বিচার থাকে না। ভোগ্যবিচার না থাকিলে তাহাতে হিংসা বৃত্তির উদয় হয় না। কৃষ্ণভোগ্য-বিচারে বস্তুর সহিত মিত্রতা অবশ্যম্ভাবী।।৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু পরমানন্দময় এবং অত্যন্ত সরল স্বভাব। তিনি সকল নগরে সকল্ শ্রেণীর নাগরিকগণের গৃহে নিজের মহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার আদর্শ-চরিত্র-দর্শনে জগতের অনেকে কুটিলতা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।।১৯।।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দের যাবতীয় সম্পত্তি----শ্রীমন্মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্য-মূলধনে তিনিই ধনী।।২৭।।

জনক,---আদি ১৫শ অঃ ১৯৫ সংখ্যার গৌঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য। 'কালিন্দীভেদনকারী' নাম,----শ্রীবলদেব প্রভু যমুনায় জলক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় যমুনাকে আহ্বান করেন। যমুনা তাঁহাকে মদমত্ত-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিলে তিনি হলাগ্রে যমুনাকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তজ্জন্য গ্রন্থকার শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুকে 'কালিন্দীভেদনকারী' নামে অভিহিত করিয়াছেন।।২৮।।

বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে বিষ্ণুমায়া (যাহাকে প্রাপঞ্চিক জনগণ মহামায়া বলেন) জগতের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।।৩২।।

শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণলীলায় বলদেব প্রভু সর্বতোভাবে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করিয়া থাকেন। বলদেবপ্রভু----সেবকের অদ্বিতীয়। কৃষ্ণচন্দ্রের চৈতন্য-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি অদ্বিতীয়া সেবা করিতে সমর্থ নহে। তিনি মহাপ্রভুর মৎস্য-কূর্মাদি সকল অবতারের আকর-বস্তু।।৩৫।।

তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী, বারুণী, কান্তি সেবে।।৩৮।।
তোমার সে ক্রোধে মহা-রুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব-সৃষ্টির সংহার।।৩৯।।

তথাহি (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ২।৫।১৯)—
"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্।।"৪০।।

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ তুমি বক্ষে ধর।।৪১।।
পরম কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন-বিহার।।৪২।।
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিনু প্রহার।
মো-অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর।।৪৩।।
পার্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন ভরিয়া।।৪৪।।
যে অঙ্গ স্মরণে সর্ববন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ।।৪৫।।
চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া।।৪৬।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিনু লঙ্ঘন।।৪৭।।
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন।।৪৮।।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়।।৪৯।।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি, সে অঙ্গ লঙ্ঘিল।।৫০।।
লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী ত্যজিল জীবনে।।৫১।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম-শিক্ষা-বিধানের মূল আকর-বস্তু। কলিহত জনগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্রে নানাপ্রকার নীতি-বর্জিত দোষারোপ করিয়া নরক-পথের পথিক হয় এবং নরকযোগ্য কুভোগে জগতের মূঢ় লোকদিগকে অধঃপতিত করে। ভগবানের সেবা করাই যে মানবের একমাত্র মঙ্গলময় পথ, নিত্যানন্দ প্রভু এই বিষয়ে উপদেশ দিয়া বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।।৩৭।।

রেবতী, বারুণী, কান্তি----ইঁহারা শ্রীবলদেবের শক্তি। ভাঃ ৯।৩।২৯-৩৬ এবং বিষ্ণুপুরাণ ২।৫।১৮ শ্লোকসমূহ আলোচ্য। পাঠান্তরে----রেবতী, বারুণী সদা সেবে।।৩৮।।

তথ্য। "যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ" অর্থাৎ যাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মা এবং ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন (----ভাঃ ১২।৫।১)।" সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ অর্থাৎ (ব্রহ্মা বলিলেন,----) শ্রীহরির নিয়োগ-মতে আমি সৃজন করি এবং শিব তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া বিশ্বের সংহারাদি-কার্য করিয়া থাকেন (ভাঃ ২।৬।৩২)।।৩৯।।

অন্বয়। সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রঃ নিষ্ক্রম্য (সঙ্কর্ষণস্য বক্ত্রেভ্য নির্গতো ভূত্বা) জগত্রয়ং (ত্রিলোকং) অত্তি (গ্রসতে)।।৪০।।

অনুবাদ। সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র সঙ্কর্ষণের বদন হইতে নির্গত হইয়া (কালানল দ্বারা) ত্রিলোক গ্রাস করেন।।৪০।।

তথ্য। আদি ১।২০। গৌড়ীয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৪৪।।

তথ্য। ভাঃ ৬।১৬ অধ্যায় আলোচ্য।।৪৬।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৭৮-৭৯ অধ্যয় দ্রষ্টব্য।।৪৮।।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু লক্ষ্মণাবতারে ইন্দ্রজিতের বিনাশ করেন। (----রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ৮৪-৯১ অঃ আলোচ্য)।

দ্বিবিদের নাশ----দ্বিবিদ নামে বানর নরকাসুরের সখা ছিল। ঐ বানর সখার প্রাণবিনাশের প্রতিহিংসা গ্রহণমানসে নরকান্তক শ্রীকৃষ্ণাধ্যুষিত গোকুলে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তৎকালে বারুণীপানমত্ত শ্রীবলদেব রৈবতক পর্বতে রমণীগণ-মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিলেন। দ্বিবিদ তথায় গমন করিয়া বলদেব ও স্ত্রীগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিবিধ অত্যাচার করায় বলদেব উহাকে বিনাশ করেন। (ভাঃ ১০।৬৭ অঃ দ্রষ্টব্য)।।৪৯।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৫০, ৫২ এবং ৭২ অঃ আলোচ্য।।৫০।।

দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সূত।
তোমা দেখি' না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত।।৫২।।
যাঁর অপমান করি' রাজা দুর্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল, নহিল রক্ষণ।।৫৩।।
দৈবযোগে ছিল তথা মহা-ভক্তগণ।
তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ।।৫৪।।
কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জুন।
তাঁ'-সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুনঃ।।৫৫।।
যার অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
মুঞি দারুণের কোন্ লোকে হবে বাস।।''৫৬।।
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িল তথাই।।৫৭।।
''যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি' যাহার প্রকাশ।।৫৮।।
শরণাগতেরে বাপ, কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন, ধন, প্রাণ।।৫৯।।
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ সর্ব-বৈষ্ণবের ধন।।৬০।।
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুয়ায়।।৬১।।
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গোখর।
সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর।।''৬২।।

মাধাইর কাকুতি শ্রবণে নিত্যানন্দের আশ্বাসবাণী এবং কৃপালিঙ্গন ও তৎপ্রসঙ্গে চৈতন্যে ভক্তিমানের সুখলাভ ও চৈতন্যভক্তিহীন নিত্যানন্দ-সেবাভিনয়কারীর পরিণাম কথন—

মাধাইর কাকু-প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি' নিত্যানন্দরায় বলিলা বচন।।৬৩।।
''উঠ উঠ মাধাই, আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ।।৬৪।।
শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এই মত তোমার প্রহার মোর গায়।।৬৫।।
তুমি যে করিলা স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে।।৬৬।।
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহপাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র।।৬৭।।
যে জন চৈতন্য ভজে, সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি' পরিত্রাণ।।৬৮।।
না ভজে চৈতন্য যবে, মোরে ভজে, গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায়।।৬৯।।

তথ্য। রুক্মী অনিরুদ্ধের হস্তে নিজ পৌত্রীকে সম্প্রদান করে। বিবাহান্তে রুক্মী বলদেবের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার পরাজিত হইলেও তাহা অস্বীকার করে। আকাশবাণীতে বলদেবের জয় বিঘোষিত হইলেও দৈববাণী অগ্রাহ্য করিয়া রুক্মী বলদেবকে 'গোরক্ষক বনচারী' বলিয়া উপহাস করিলে শ্রীবলদেব মুদগর দ্বারা রুক্মীকে সংহার করেন (—-ভাঃ ১০।৬১ অঃ)।।৫১।।

তথ্য। শৌনকাদি ঋষিগণের নৈমিষারণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানকালে রোমহর্ষণ সূত মুনিগণের কৃপায় দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীবলদেব বহু তীর্থ পর্যটনের পর তথায় উপস্থিত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠানরত মুনিগণ সমস্ত্রমে উত্থিত হইয়া বলদেবের যথাযোগ্য অর্চন ও প্রণাম করিলেন; কিন্তু ব্যাসাসনে উপবিষ্ট রোমহর্ষণ কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। শ্রীবলদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিদ্যাধ্যয়নাদির নৈরর্থক্য বিচারপূর্বক কুশ দ্বারা তাঁহাকে সংহার করেন (—-ভাঃ ১০।৭৮ অঃ)।।৫২।।

তথ্য। জাম্ববতীনন্দন শাম্ব দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বরকালে স্বয়ম্বর-স্থল হইতে লক্ষ্মণাকে হরণ করেন। রাজা দুর্যোধন তাহাতে অবজ্ঞাত জ্ঞান করিয়া কুরুবৃদ্ধগণের পরামর্শক্রমে শাম্বের পশ্চাদনুসরণপূর্বক সকলে মিলিয়া তৎসহ সংগ্রাম করেন এবং পরাজিত শাম্বকে বন্ধনপূর্বক হস্তিনায় লইয়া আসেন। যদুগণ দেবর্ষি নারদপ্রমুখাৎ তৎসংবাদ অবগত হইয়া কুরুগণের সহিত যুদ্ধোদ্যোগ করিলে ভগবান্ বলদেব অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহ ইচ্ছা না করিয়া স্বয়ং কুলবৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তিনায় গমনপূর্বক ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত উদ্ধবকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা শ্রীবলরামের আগমন শ্রবণপূর্বক

এত বলি' তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব-দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন।।৭০।।

স্বকৃত জীবহিংসা-পাপ-ক্ষালনার্থ শ্রীল নিত্যানন্দের নিকটে মাধাইর জিজ্ঞাসা ও নিত্যানন্দের উপদেশ—

পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন।।৭১।।
"সর্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
হেন বহু জীব-হিংসা করিয়াছি আমি।।৭২।।
কা'র বা করিলুঁ হিংসা, তাহা নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি।।৭৩।।
যা'-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোনরূপে তারা মোরে করিবে প্রসাদ?৭৪।।
যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়।।"৭৫।।
প্রভু বলে,—"শুন, কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়।।৭৬।।
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ।।৭৭।।
অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা-কার্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য।।৭৮।।
কাকু করি' সবারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিব তোমার।।৭৯।।

নিত্যানন্দোপদেশে মাধাইর গঙ্গাঘাট নির্মাণ, নির্বেদ, সকলের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন ও ক্ষমাভিক্ষা—

উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণ।
চলিলা প্রভুরে করি' বহু প্রদক্ষিণ।।৮০।।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল।।৮১।।
লোক দেখি' করে বড় অপূর্ব গেয়ান।
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম।।৮২।।
"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।।"৮৩।।

মাধাইর ক্রন্দনে সকলের দুঃখ এবং মহাপ্রভুর মহিমা-কীর্তন ও গৌরনিন্দকের সঙ্গবর্জন—

মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্বজন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সবে করয়ে স্মরণ।।৮৪।।
শুনিল সকল লোকে,—"নিমাই পণ্ডিত।
জগাই- মাধাইর কৈল উত্তম চরিত।।"৮৫।।
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
সবে বলে,—"নর নহে নিমাঞি-পণ্ডিত।।৮৬।।
না বুঝি' নিন্দয়ে যত সকল দুর্জন।
নিমাই-পণ্ডিত সত্য করেন কীর্তন।।৮৭।।
নিমাই পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈবে, যে তা'রে করিবে পরিহাস।।৮৮।।

উপঢৌকন-সহ বলদেবসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহার যথাবিধি অর্চন করিলে বলদেব শাম্বকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। কৌরবগণ বলদেবের বাক্য অগ্রাহ্য এবং যাদবগণের অবজ্ঞা করায় শ্রীবলদেব তাহাদিগের যথোচিত, শিক্ষাবিধানার্থ হলাগ্রভাগ দ্বারা হস্তিনাকে উৎপাটন করিয়া গঙ্গায় নিমজ্জনাভিপ্রায়ে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া কৌরবগণ বলদেবের শরণাগত হইলে এবং বিবিধ উপায়ন প্রদান ও লক্ষ্মণা-সহ শাম্বকে প্রত্যর্পণ করিলে বলদেব তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। (---ভাঃ ১০।৬৮ অঃ এবং বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৫ অঃ দ্রষ্টব্য)।।৫৩-৫৫।।

দারুণ,----মহা অহঙ্কারী নির্মম পাষণ্ড।।৫৬।।

যেহেতু মাধাই মহাপ্রভুর কৃপা পাত্র, সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কোন দোষ আদৌ গ্রহণ করেন না।।৬৭।।

শ্রীচৈতন্য সেবা না করিয়া যিনি দম্ভভরে নিত্যানন্দের পূজার ছলনা করেন, তাহাতে নিত্যানন্দের দুঃখ হয় এবং ঐ ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ লাভ করেন।।৬৯।।

গঙ্গাঘাট সজ্জ,----নদীয়ানগরে লোকসকল সুখে গঙ্গাস্নান করিবেন বলিয়া মাধাইকে গঙ্গা-ঘাট-নির্মাণে নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ। অধুনা কতিপয় পাপমতি ভক্তবিদ্বেষী 'একডালা'র নিকট মহৎপুর গ্রামকে 'মাধাইর ঘাট' বলিয়া জগতে ভ্রান্তি

এই দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে।।৮৯।।
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞি-পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত।।৯০।।
এই মত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায়,নিন্দা হয় যথা।।৯১।।

মাধাইর কঠোর সাধন ও 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি—

পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই।।৯২।।
নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে।।৯৩।।

মাধাইর প্রতি চৈতন্যকৃপার সাক্ষ্য—

অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্বলোকে গায়।।৯৪।।
এই মত কত কীর্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্য-প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার।।৯৫।।
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাষণ্ড।।৯৬।।

মহাপ্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধধানের পরিণাম—

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ।
ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেই জন।।৯৭।।

ছন্নাবতার চৈতন্যদেবের লীলা—বেদগুপ্ত—

চারি-বেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন, যে করিল যথা যথা।।৯৮।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৯৯।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মাধবানন্দোপলব্ধি-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।।

উৎপাদন করিতেছে। এই সকল পাপিষ্ঠ বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া নিজেদের অমঙ্গল সাধন করায় মাধাইর ঘাট উহাদের পাপের প্রশ্রয় দিবার জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্তমান শ্রীনাথপুরের নিকটেই মাধাইর ঘাট ছিল। কিন্তু পাপপরায়ণ জনগণ সঞ্চিত পাপের সমৃদ্ধিকল্পে মাতাপুর গ্রামকে মাধাইর ঘাট বলিয়া কল্পনা করেন। ভৌগোলিক প্রমাণানুসারে উহা মোদদ্রুম-দ্বীপের অংশবিশেষ; তাহা কখনই মাধাইর ঘাট হইতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে কুলিয়ার একব্যক্তি ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে মহৎপুরকে মাধাইর ঘাট বলিয়া কল্পনা করায় গঙ্গা তাহাকে নিজ-গর্ভসাৎ করিয়াছে। মাধাইর ঘাটের অবস্থানসম্বন্ধে চিত্রে নবদ্বীপ ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।।৭৬।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে অপরাধী জনগণ তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার লীলাবসান কল্পনা এবং তাঁহার জন্মস্থান মানবের পরিমেয়, ভগবদ্ভক্তের অপরিজ্ঞেয় প্রভৃতি মনে করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করে। যাহারা লোকবঞ্চনার জন্য প্রাকৃতচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নিজ কায়-মনো-বাক্য সংযত করিতে পারে না, তাহারাই বৈষ্ণব-নিন্দা অবলম্বন করিয়া ভক্তিবিদ্বেষপূর্বক ভক্তবিটেল হয়।।৯০।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চদশাধ্যায় সমাপ্ত।